তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক

তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক

শান্তি – একটি কত মিষ্টি ও শীতল শব্দ! শান্তি মানব হৃদয় প্রত্যাশা করে এবং যার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে। লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ এর অনুসন্ধান করে যাচ্ছে, কিন্তু এটি তাদের কাছে থেকে মিলিয়ন মাইল দূরে আছে বলে মনে হয়। ধনসম্পত্তি দিয়ে শান্তি কেনা যায় না, জ্ঞান দিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না, এবং খ্যাতি দিয়ে এটিকে প্রলুব্ধ করা যায় না। শান্তি খুব সম্ভবত তুমিও অনেক সাফল্য ছাড়াই, খুঁজে বেরাচ্ছ। কিভাবে প্রায়শই, কারণ তোমার এই শান্তির অভাব ঘটেছে, তুমি কি তোমার হতাশা অন্যদের উপর প্রকাশ করছ, অথবা সম্ভবত তুমি একা থেকে তোমার নিজস্ব জীবন যাপন করার চিন্তা করছ? তুমি মাদকের মধ্য দিয়ে শান্তি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতে পার; কিন্তু এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে, একবার মাদকের প্রভাব পরিগৃহীত হলে, এই ধরণের শান্তি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। কেউ কেউ অতীন্দ্রিয় ধ্যান অথবা যোগাসনের চেষ্টা করতে পারে। একটি চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্প্রতি তাদের উপর করা হয়েছে যারা আঠারো মাস ধরে টি. এম. অনুশিলন করেছে, প্রকাশিত হয়েছে যে তাদের দুইবারের থেকেও বেশী মানসিক বিকার পরিলক্ষিত হয়েছিল সেই হিসেবের তুলনায় যারা এই অনুশীলন করেনি। কেউ কেউ একটি নিভৃত জীবন যাপন করে জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করে, শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে অন্যদের তুলনায় উদ্বেগের কারণ বেশী নয় তা খুঁজে পেতে। সবার কাছে থেকে এই পালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা শুধুমাত্র তাদেরকে নিজের প্রকৃতির দূর্নীতির সাথে মুখোমুখী খাড়া করে। সেই জীবনের উদ্দেশ্য কি হতে পারে, যদি আমরা আমাদের দৈনন্দিন সমস্যার মুখে শান্তি ও প্রশান্তি খুঁজেই না পাই?

আমাদের এই বিষয়টি উপস্থাপন করার কারণ হল যে আমরা তোমাকে একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই; শুধুমাত্র একজন যিনি তোমাকে একটি প্রকৃত এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি দিতে পারেন। তিনি বলেন, “শান্তি আমি তোমাদেরকে দেবো। আমার শান্তি আমি তোমাদের দিয়ে দেবো...তোমার হৃদয়কে বিচলিত, অথবা শঙ্কিত হতে দিও না”। এগুলি নিছকই ফাঁকা শব্দ নয়, বরঞ্চ এগুলি তাঁর বলা কথা যিনি তাঁর নিজের জীবন সমর্পন করে দিয়েছেন শুধুমাত্র এই প্রমাণ করতে যে তিনি তোমাদের ভালোবাসেন, এবং তোমাদের ভালো থাকার খেয়াল রাখেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তোমাকে এই শান্তি দিতে পারবে না। সেখানে একজনই আছেন যার কাছে আপনাকে শান্তি দেওয়ার অধিকার এবং প্রতিশ্রুতি আছে। তাঁকে শান্তির রাজপুত্র বলা হয়। তাঁর নাম হল যীশু।

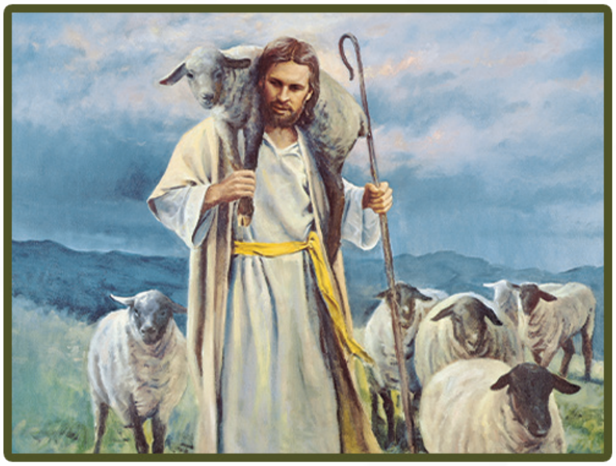

তুমি বলতে পার, “কিন্তু যীশু আমার কাছে বাস্তব নয়; কিভাবে আমি যাকে দেখতে পাচ্ছি না তাঁর কাছে থেকে কোন কিছু প্রাপ্ত করব?” যদি যীশু তোমার কাছে বাস্তব হন, তোমার কাছে ইতিমধ্যেই শান্তি আছে। কারণ হল তিনি তোমার কাছে বাস্তব নন, এবং সেখানে এমন কিছু আছে যা তোমাকে তাঁর কাছে থেকে আলাদা করছে এবং শান্তি যা তিনি তোমাকে দিতে চেয়েছেন; সেই ‘এমন কিছু’ হল তোমার পাপ। আমাদের হৃদয়ের গভীরে আমরা সবাই জানি কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল, এবং যখন আমরা অভ্যন্তরের সেই বিবেকের কন্ঠস্বর অস্বীকার করি যা আমাদের এই ধরণের কিছু করতে নিষেধ করে, আমরা প্রকৃতই তখন কোন একজনের কথা না শুনে

বধির হয়ে যাই যিনি আমাদেরকে তাঁর শান্তি দিতে চান। নিম্নলিখিত উক্তিগুলির উপর একটু চিন্তা করে দেখুনঃ “যদি শুধুমাত্র তোমরা আমার আদেশগুলি মনোযোগ সহকারে শোন, তোমার শান্তি একটি নদীর ন্যায় হতো, তোমার ধার্মিকতা “সমুদ্রের ঢেউ এর ন্যায়” হতো। “যদি আমরা আমাদের পাপের স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত এবং অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা করে দেবেন এবং সকল অধার্মিকতা থেকে আমাদেরকে শুদ্ধ করে দেবেন”।

এখন এটি তোমার উপর নির্ভর করছে। যদি তুমি সত্যি সত্যিই শান্তি কামনা করো, তোমার জীবনের যা কিছু ভুল করছ বলে তুমি জান সেই সমস্ত কিছুই তোমার থেকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন, এবং যীশুকে অনুরোধ করো তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য। তিনি তোমার দ্বারা সংঘটিত যেকোনো পাপের হাত থেকে তোমাকে ক্ষমা করতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম, তিনি তাঁর জীবন ক্রুশের উপর ত্যাগ করেছেন তোমার এবং আমার পাপের জরিমানা হিসেবে। অতএব এক্ষণে ঈশ্বরের প্রতি মান্যতা দেখানোর একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো তার পরিবর্তে তিনি তোমার কাছে থেকে যা কিছুই দাবি করুন না কেন। যদি তুমি তা করো, তুমি প্রকৃত শান্তি খুঁজে পাবে, যা তোমার বোধশক্তির বাইরে, তোমার স্বত্বাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, এবং এই শান্তি তোমাকে কখনোই ত্যাগ করবে না। যখন তোমার পাপ মুছে যাবে, তখন শান্তির রাজপুত্র যীশু তোমার কাছে সত্যি সত্যিই আসবেন।

শান্তি, পাপ এবং অসুস্থতা থেকে নিষ্কৃতি, সব কিছুই একসঙ্গে আসে। যীশু ক্রুশের উপর যন্ত্রণা ভোগ করে মারা গিয়েছিলেন, শুধুমাত্র আমাদেরকে পাপের হাত থেকেই নিষ্কৃতি দিতে নয়, অসুস্থতা এবং অসুখের হাত থেকেও। যখন তুমি তাঁকে আমাদের পালনকর্তা এবং পরিত্রাতা হিসেবে গ্রহণ করবে, তিনি তোমার আত্মার জন্য শুধুমাত্র ক্ষমা এবং শান্তিই বহন করে আনবেন না, সেই সাথে তোমার শরীরেরও নিরাময় করবেন। রাজা ডেভিড, যিনি এই অভিজ্ঞতার গান গেয়েছিলেন, " প্রভুর প্রশংসা করো হে আমার আত্মা, এবং তাঁর সমস্ত সুবিধাসমূহ ভুলো না; যেনি তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমার সমস্ত ব্যাধির নিরাময় করবেন"। নিশ্চিত হও, যখন তুমি শান্তির রাজপুত্র, যীশুর সাথে মিলিত হবে এবং তাঁর শান্তি গ্রহণ করবে, ভয়, দুশ্চিন্তা এবং যন্ত্রণা তোমার হৃদয় থেকে খুব সহজেই বিলুপ্তপ হয়ে যাবে। এছাড়াও তোমার জীবনের সাথে, যুদ্ধ এবং বিদ্বেষ দ্বারা বিধ্বস্ত এই পৃথিবীতে শান্তি ও পবিত্রতা আনতে তুমি সক্ষম হবে।

প্রার্থনাঃ

"প্রিয় প্রভু যীশু, আপনি শান্তির রাজপুত্র, এবং আমি আপনার শান্তি চাই। আমি জানি যে আমার পাপ আমাকে আপনার কাছে থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার পাপপূর্ণ হৃদয় আপনার মূল্যবান রক্ত দিয়ে শুচি করে দিন। আজ, আমি আপনাকে আমার প্রভু এবং পরিত্রাতা হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছি। আপনি যা কিছু আমাকে করতে বলবেন আমি তা করতে প্রস্তুত, কিন্তু অনুগ্রহ করে আমাকে সাহায্য করুন। প্রভু আমাকে নিরাময় করুন এবং আমাকে আপনার শান্তি দিন। আমেন।"